Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৫ আগস্ট, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৪ আগস্ট, ২০১৪ ১৮ শ্রাবণ, ১৪২১

৬ আগস্ট থেকে তিন দিন ব্যাপী বামফ্রন্টের অবস্থান কর্মসূচি পার্বতী মাঠে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ আগস্ট : ৬-৮ আগস্ট ৭২ ঘন্টা অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছে জেলা বামফ্রন্ট। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী রেল ও সাধারণ বাজেটের প্রতিবাদে এবং রাজ্যে ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানো, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, নৈরাজ্যের অবসান, নারীদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের অবসান, কর্মসংস্থান ও সাম্প্রদায়িকতা রোধের দাবিতে এই অবস্থান কর্মসূচি। বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মানুষের দাবি নিয়ে আমাদের এই আন্দোলন কর্মসূচি। জীবন-জীবিকার উপর চরম আক্রমণ নেমে আসছে। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিলগ্নীকরণের নীতি নিয়ে কল-কারখানাকে বিক্রি করে দিতে চাইছে। নতুন কর্মসংস্থান হবে কোথা থেকে? গ্রামীণ বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় ছাটাই করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের আয় কমছে, কেনার ক্ষমতা কমছে, তাই এই দাবিগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রথম আক্রমণ নেমে আসে বামপন্থীদের উপর। কিন্তু এখন সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী সকলেই আক্রান্ত হচ্ছেন। সবারই গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন। তাই আমাদের এই কর্মসূচি।

শ্রী হালদার জানান, এই অবস্থান কর্মসূচির জন্য ম্যাণ্ডেলা পার্ক-এর অনুমতি চাওয়া হয়েছিল প্রশাসনের কাছে কিন্তু প্রশাসন সেই অনুমতি না দেওয়ায় অবস্থান কর্মসূচিটি হবে বীরহাটা ব্রিজের নিকট পার্বতী মাঠে। সকাল ৯ টা থেকে রাত্রি ৮ টা তিনদিনই পর্যায়ক্রমে ৫০০০ মানুষ উপস্থিত থাকবেন এই অবস্থানমঞ্চে। এই ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি অতীতে ৭০-এর দশকে হলেও নতুন প্রজন্ম দেখেনি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, পিনাকী রঞ্জন সেন প্রমুখ।

অবস্থান বিক্ষোভের প্রচারে বামফ্রন্ট কর্মীরা

তিনি আরও জানান, আগামী ১৫ আগস্ট জাতীয় সংহতি ও সম্প্রীতি দিবস হিসাবে পালন করা হবে। সবত্রই সকাল ১১ থেকে সাড়ে ১১ টার মধ্যে ১০ মিনিটের মানব বন্ধন কর্মসূচিতে মানুষ মিলিত হবে।

৬ আগস্ট সকাল ৯ টায় সূচনা হবে অবস্থান কর্মসূচির। ৮ আগস্ট বিকেল ৪টায় পার্বতী মাঠ থেকে স্টেশন পর্যন্ত মিছিলের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি হবে। এই অবস্থান কর্মসূচিতে জেলার বিধায়ক, শহিদ পরিবারের সদস্য সহ বহু মানুষ উপস্থিত থাকবেন। শহিদ পরিবারের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হবে।

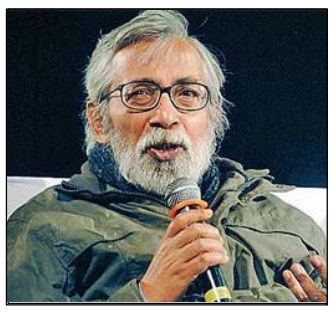

এই মৃত্যু উপত্যকা

দেবেশ ঠাকুর

কাঁকড়া বিছে সাতের দশক
বরানগর কাশিপুরে
এই মৃত্যু উপত্যকা—
আজও তোমায় খাচ্ছে কুরে!
একলব্যের শিক্ষা হে, দ্রোণ
'না' বলাটায় সমাজ দূষণ?
মেরুদণ্ড বাঁধা দিলেই
গলায় উঠতো বঙ্গভূষণ।

বিজন-ঘরে নিশীথ রাতে
ফ্যাতাড়ুদের নবান্ন(!) চাই
কার অরণ্য? কার অধিকার
প্রতিবাদের বিপন্নতায়?
আজকে ঘরের অন্ধকারে
ভরা জুলাই লাল ফাগুনের
মেঘ জমছে, মেঘ কাটছে
ক্লান্ত দুহাত নবারুণের!

তুমি ঊষার লাল করবী
রঞ্জনে আর নন্দিনীতে
শিকলছেঁড়ার গান ধরেছে
বন্দী এবং বন্দিনীতে।
লোভে ভয়ে বন্দী যখন
ধর্মতলায় সেলুলয়েড
কার হাতে দাও চে গ্যেভারা
কাকে দিলে সার্ত্রে-ফ্রয়েড!

নীলে-সাদায় বরাহ-যাগ
মুখে প্রলেপ শুভ্র চুনের
চিতার আগুন ছড়িয়ে দিলাম
মেরুদণ্ডী নবারুণের।

বিকাশ চৌধুরীর স্মরণসভা রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১ আগস্ট : সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে গীর্জা পাড়ার শহিদ স্মৃতিভবনে জননেতা বিকাশ চৌধুরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করে শ্রমিকনেতা পঞ্চানন গড়াই। বিবেক চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, সমাজ থেকে নেওয়া ও তার থেকে বেশি দেওয়া হচ্ছে কমিউনিস্টদের আদর্শ, যা বিকাশ চৌধুরীর মধ্যে ছিল। তাঁর দেখানো পথেই এগিয়ে যেতে হবে। বংশগোপাল চৌধুরী বলেন, বিকাশ চৌধুরী কখনো অন্যায় অত্যাচারের সাথে আপস করেননি। একজন কমিউনিস্ট যেখানেই অন্যায়-অত্যাচার দেখবে সেখানেই প্রতিবাদ করবে। বর্তমান সরকার কর্পোরেট দুনিয়ার স্বার্থে কাজ করতে চাইছে, ব্যাঙ্ক-বিমা সহ সমস্ত ক্ষেত্রকে বিদেশিদের হাতে তুলতে চাইছে। শ্রম আইন পরিবর্তন করে আট ঘন্টার কাজের পরিবর্তে বারো ঘন্টা করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করতে চাইছে। তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে আজ আক্রান্ত কেবল বামপন্থী কর্মীরা নন, আক্রান্ত গণতন্ত্র। তাই একে রোখার জন্য, অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানোর জন্য আগামী ৬-৮ আগস্ট জেলা বামফ্রন্টের ডাকে জেলা জুড়ে অবস্থান কমসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলি হানাদারির প্রতিবাদ

বর্ধমানে যুবদের মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ আগস্ট, বর্ধমান : সুদিনের প্রত্যাশার যারা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলেন তার হতাশ হয়েছেন। আবার যারা সুদিন দেখতে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন তারা অচিরেই আরো চরম হতাশ হবেন, কারণ দিল্লির বিজেপি সরকার কর্পোরেট হাউসের দালালি করছে। বামপন্থীরাই একমাত্র সংসদের ভিতরে বাইরে লড়াই চালিয়ে যায়। আজ টাউনহলে এক সাধারণসভায় একথা বলেন ডি ওয়াই এফ আই প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক আভাস রায়চৌধুরী। তিনি আরো বলেন বামপন্থীদের শক্তি কমে যাওয়া মানে টাটা, বিড়লা, রিলায়েন্স কর্পোরেট হাউসের লাভ। সাধারণ গরিব মানুষের জন্য বামপন্থী যুবরাই লড়াই

আন্দোলন করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই সত্য।

এদিনের সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উদয় রায়, প্রকাশ সরকার। সভার শেষে গাজায় নারী ও শিশুঘাতী মার্কিনীদের দোসর ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক মিছিল করেন যুবরা।

সংস্কৃতি কর্মীদের সভায় বক্তব্য রাখছেন অংশুমান কর

পালিত হল প্রেমচন্দ-এর জন্মদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ জুলাই : জনবাদী লেখক সংঘ, বর্ধমান শহরের উদ্যোগে কথা সাহিত্যিক প্রেমচন্দ-এর ১৩৫ তম জন্মদিবস পালিত হল বর্ধমান রামাশিষ হাই স্কুলের সভাকক্ষে। সভাপতিত্ব করেন জেলার সহ-সভাপতি দিনেশ ঝা। প্রেমচন্দ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মঞ্জুলা শর্মা, ড. ইন্দ্রদেব মিশ্র, উর্মিলা প্রসাদ, ড. কুসুম রায়, ড. বিদ্যানন্দ সিং, ড. বিজয় ভারতী। সঞ্চালনা করেন মাধবেন্দ্র রায়। জনবাদী লেখক সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে আসানসোলেও প্রেমচন্দ জয়ন্তী পালিত হয়।

ভালকি গ্রামে পাশবিক অত্যাচারের শিকার মা ও মেয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন বিশিষ্টজনেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ আগস্ট, বর্ধমান : আউশগ্রাম থানার ভালকি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেবডাঙা গ্রামের নতুনপল্লীতে স্বামীর সামনে স্ত্রী ও মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচারের পর ৭ দিন কেটে গেলেও দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার তো হয়ইনি, নিগৃহীতাদের মেডিক্যাল পরীক্ষাও হয়নি। তাই কলকাতা থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এসেছিলেন মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি, নাট্যকার শ্যামল ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক কিন্নর রায়, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মাধব মিত্র। তাঁরা কথা বলেন আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে। দেখেছেন তাদের মধ্যে গভীর আতঙ্ক। আক্রান্ত পরিবারটি জানিয়েছে সন্ধ্যা নামলেই তারা ভয়ে শিউরে ওঠেন।

গত ২৫ জুলাই এই ঘটনাটি ঘটেছিল। রাতের গভীর অন্ধকারে ৪-৫ জন দুষ্কৃতী এসে স্বামীর সামনেই স্ত্রী ও মেয়ের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল বলে অভিযোগ। অত্যাচারিতাদের প্রথমে মানকর গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ঘটনার ৭ দিন পরেও এখনও দুষ্কৃতীরা অধরা। আক্রান্ত পরিবারটি আতঙ্কে দিন গুজরাচ্ছে।

—এরপর চারের পাতায়

মননে, চিন্তনে, শ্রেষ্ঠ শারদ সম্ভারে আমরা আছি থাকবো
জিতবো পাঠকের ভালোবাসায়

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০১৪

প্রকাশিত হবে মহালয়ার আগেই সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে

- ☐ আপনিও পাঠাতে পাড়েন আপনার মূল্যবান প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণবৃত্তান্ত ।
- ☐ কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।
- ☐ জেরক্স বা কার্বন কপি বিবেচনাযোগ্য নয়।
- ☐ সরাসরি আমাদের email-এ লেখা পাঠাতে পারেন।

তবে হার্ড কপিও পাঠাতে হবে।
email: dinesh.jha09@gmail.com
weeklynatunchithi@gmail.com

সম্পাদক, নতুন চিঠি
৬২ বি সি রোড, বর্ধমান -১

নতুন চিঠি

৪ আগস্ট, ২০১৪

বিচারকের বিস্ময়কর উক্তি

গুজরাটের আহমেদাবাদে বিশ্বায়ন সম্পর্কিত এক আলোচনাসভায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এ আর দাভে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই যে উক্তি করেছেন তা তিনি যার অন্যতম রক্ষক সেই ভারতীয় সংবিধানের মর্মবস্তুরই বিপরীত। তিনি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে ব্যাঙ্গ করে বলেছেন, তিনি যদি ভারতের ডিক্টেটর হতেন, তাহলে স্কুলের প্রথম শ্রেণি থেকেই গীতা ও মহাভারতকে অবশ্যপাঠ্য করতেন। অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পরিবারের শিক্ষার্থীদেরও শিশুকাল থেকেই হিন্দু ধর্মপুস্তক পাঠে তিনি বাধ্য করতেন।

বিচারকের আসনে বসে এই উক্তি না করলেও, তিনি যখন বিচারকের আসনে বসবেন তখন এই মনোভাবের দ্বারাই তো তিনি পরিচালিত হবেন! যে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের চূড়ান্ত রক্ষক, সরকারের অনাচার অবিচারের চূড়ান্ত প্রতিকারের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের উপর সারা দেশের মানুষ নির্ভর করে থাকেন, তারই এক বিচারপতি যে মঞ্চেই হোক না কেন যদি সংবিধানের মৌল নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাহলে শেষ বিচারের জন্য মানুষ যাবে কোথায়? কার্যত একটি হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল ছাড়াও বিচারপতি দাভের মন্তব্যে আর একটি বিপজ্জনক ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। তিনি যাকে ন্যায় মনে করেন, ভারতের সংবিধানিক কাঠামোয় তা সম্ভব নয় বলে একমাত্র ডিক্টেটরশিপের মাধ্যমেই এই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই মন্তব্যের মাধ্যমে শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাই নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগিতা সম্পর্কেও কি তিনি কার্যত অনাস্থা প্রকাশ করলেন না?

শ্রীদাভের এই উক্তি যে স্থান ও কাল উভয়ের পক্ষেই বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্থান গুজরাট, এবং কাল বিজেপি-শাসনাধীন। কিন্তু যার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা হল ভারতের বহুধর্মী সমাজ-বাস্তবতা এবং ভারতীয় সংবিধানের নীতি ও আদর্শ। মাননীয় বিচারপতি সে-বিষয়ে সম্যক অবগত বলেই হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একনায়কতান্ত্রিক বিকল্পটিকে তুলে ধরে তার সঙ্গে তাঁর একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্রয় লাভে বিজেপি অবশ্যই পুলকিত হবে। কিন্তু সংবিধানের একজন সর্বোচ্চ রক্ষকের এই হিন্দুবাদী বিকল্পের ভাবনা আশংকারও কারণ বৈ কি! শুধু ভরসা এই, ব্যক্তিগত বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, বিচারকের আসনে বসলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার মধ্যেই তো তাঁকে কাজ করতে হয়।

খুশির ঈদ

২৯ জুলাই বর্ধমান টাউনহলে নমাজ অনুষ্ঠান

এক ডজন প্রশ্ন

১. লাইবেরিয়া দেশটি কোথায় অবস্থিত? কবে কার শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
২. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে হন? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে হয়েছিল?
৩. মালদ্বীপ দেশটি কোথায় অবস্থিত? কবে কার শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৪. বিপ্লবী, শহিদ কানাইলাল দত্ত কীভাবে শহিদ হন? জন্ম কবে হয়েছিল?
৫. পেরু দেশটি কোথায়? কবে কার শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায় অবস্থিত?
৬. চৌধুরী চরণ সিং কবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন? কোন দিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন?
৭. উগো সাভেজ কে ছিলেন? কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু ঘটে?
৮. বিশ্বের সর্বপ্রথম পত্রিকা 'পিটস্ গেজেট' কবে প্রকাশিত হয়?
৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে প্রয়াত হন? কবে জন্ম হয়?
১০. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে শেষ কবে কোথায় অস্ত্রোপচার করা হয়? কোন কোন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন?
১১. ভারতের মহীশূর রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে কী রাখা হয়? কবে?
১২. ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে কবে গ্রহণ করে? তখন থেকে কোন পদের সৃষ্টি হয়? আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কবে হয়েছিল? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

ধর্মতলায় কর্মখালি, সুবচনীর ব্রতকথা

সুনামী গুপ্ত

সম্প্রতি শাসকদলের আহ্বানে ধর্মতলায় একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভক্তরা বিপুল সংখ্যায় হাজির হয়েছিলেন। একটি নির্দিষ্ট তারিখে বর্তমান শাসক দল 'শহিদ-দিবস' পালন করে থাকেন। কোনও কারণে যদি তারিখটিতে প্রশাসনিক নির্বাচনিক কারণবশত নিষেধাজ্ঞা থাকে, সেক্ষেত্রে উদ্‌যাপন স্থগিত থাকে। বামফ্রন্টের আমলে রাইটার্স বিল্ডিং দখলের মানসে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে কয়েকজনের দুঃখজনক মৃত্যু ঘটেছিল। যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করে কে বা কারা দায়ী তার জন্য একটি তদন্ত-কমিশনও গঠিত হয়। অনেক পুলিশ-আধিকারিক এবং উচ্চপদস্থ আমলাদের নাকি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। কিন্তু সেই তদন্ত-কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন এখনও অপ্রকাশিত। অধিকন্তু বাম-আমলে যে সব পুলিশ-আধিকারিক এবং আমলারা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই হয় অবসরপ্রাপ্ত, নয় তো শাসকদলের পক্ষভুক্ত হয়ে বর্তমানে মন্ত্রী, এম এল এ ইত্যাদি পদে বৃত রয়েছেন। ঘটনা যখন ঘটে, তখনও কংগ্রেস দলটির পক্ষশাতন হয়নি। কাজেই তারিখটির যে ঐতিহ্য(!) বা উত্তরাধিকার(!), তাতে কংগ্রেস দলটিরও বেশ খানিকটা শেয়ার রয়েছে। এ বছর তাই কংগ্রেস দলটির পক্ষ থেকে মৃতদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় স্মৃতিতর্পণের আয়োজন করা হয়েছিল।

কিন্তু ধর্মতলার সমাবেশে অন্যবিধ সুপ্রচুর আকর্ষণ ছিল। এখানে নাকি চাঁদের হাট বসেছিল। এই চাঁদেরা ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র এবং টি ভি সিরিয়ালের জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকা, সহ ও পার্শ্ব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, গায়ক-গায়িকা এবং 'ভূষণ'প্রাপ্ত সুশীল-সুশীলারা। এই সভাতেই কয়েকজন এম এল এ-কে কেনার নয়নাভিরাম দৃশ্যে সকলেই পুলকিত। আহা, সর্বাধিনায়িকার পদাম্বুজে প্রাণিপাত করার কী অপূর্ব উন্মাদনা! তিনি বললেন—সকলেই স্বাগত এই দলে। বামপন্থীরা আর কোনও শক্তি নয়। এই দলে এলে অনেক সম্মান পাবেন (জনান্তিকে— 'সকলেরই কয়েক পুরুষ বসে খাওয়ার জন্য হিল্যে করে দেবে'।) শুরু হল সুবচনীর ব্রতকথা। এই ব্রতকথা অশেষ পুণ্যদায়িনী। শ্রোতা দর্শক এই ব্রতকথা হৃদয়ঙ্গম করলে প্রতীতি জন্মাবে—

সব তীর্থ বারবার
সুবচনীর সারাৎসার
শুনলে গায়ে পালক জাগে
শীত করে না পউষ মাঘে
সুবচনীর ধারাপাত
ঘি-মাখানো তপ্ত ভাত।
তিনিই মাতা, তিনিই দেবী,
তিনিই সবার তীর্থ।
সেই বাসনায় ধর্মতলায় উদ্বেলিত চিত্ত
শুনবে এখন আকুল হয়ে সুবচনীর কথা
ধন্য হবে বঙ্গবাসী, ধন্য রে কোলকাতা।

ব্রতকথার অংশবিশেষ প্রণিধান করুন। 'আমার দলে কোনও তোলাবাজ নেই।' 'কোনও রাজনৈতিক দল নয়, এটা এখন মানুষের দল, সবাই আসতে পারেন।' ব্যাপক উন্নয়ন চলছে এবং চলবে। কর্মসংস্থানের সমস্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত। চাষিরা ফসলের নায্য দাম পাচ্ছেন। শিল্পে কোনও অশান্তি নেই। কিছু লোক ঘোঁট পাকিয়ে নাটক করছে। মিডিয়া কিছু তুচ্ছ ঘটনাকে রঙ-চঙ্ চাপিয়ে প্রচার করছে। এখন আরশোলা মরলেও খবর হয়। সবই ছোট্ট তুচ্ছ ঘটনা। (নেপথ্যে একটি গান ভেসে আসে—'সমুখে শান্তি পারাবার / ভাসাও তরণী হে কর্ণধার') বলাবাহুল্য, এই সভাতে উল্লেখ না থাকলেও সুবচনীর মহিমায় এর আগে বেশ কয়েকবার কতিপয় বেয়াড়া আমলা-পুলিশ, নেতা-নেত্রীর কর্ণাকর্ষণ এবং গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করার ঘটনা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে।

ধর্মতলায় সুবচনীর ব্রতকথার জাবর কাটতে কাটতে অনুগামীরা তারস্বরে জয়ধ্বনি করতে থাকে। বামপন্থার নির্মোক ত্যাগ করে যে-সকল কবি এবং অপরাপর 'বিশিষ্ট'জন এই ব্রতকথায় বিহ্বল এবং প্রায় মূর্চ্ছদশায় পৌঁছেছেন—এমন সময় পদাবলীর চরণ মনে এল—'(স্বদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত, বিকশিত ভাব-কদম্ব।' ঘাম ঝরে পড়ছে টুপ-টাপ চুঁয়ে চুঁয়ে যেন ভাবজগতের কদম ফুল ফুটেছে। সুবচনী মঞ্চের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে পরিক্রমা করছেন আর কখনও ভ্রূ-ভঙ্গিমায়, কখনও কটাক্ষে, কখনও মৃদুহাস্যে, কখনও তেজোদ্দীপ্ত বাণী বিতরণে ভক্তদের অশেষ করুণার বারি সিঞ্চন করছেন। আবার সেই পদাবলীর চরণ মনে পড়লো—'কল্পতরু সঞ্চরু / সুরধুনী তীর উজোর।' তিনি কল্পতরুর মতো তরু-ফল বিলোচ্ছেন আর গঙ্গার দু'তীরই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যানজটে নাকাল, অফিসফেরতা এক যাত্রী অটোতে উঠতে গিয়ে ঘাড়ধাক্কা খেলেন—অটো চালকেরও জুটল কিছু চড়-থাপ্পড় এবং 'তাপস', 'অণু', 'মণি'রত্নোচিত কিছু পরিচিত অপসংলাপ। বোঝা গেল সুবচনীর ব্রতকথা শুনেও তাঁর ভক্তবৃন্দের আদৌ চিত্তশুদ্ধি হয়নি।

সন্ধ্যা নামতে আর দেরি নেই। একটি নিরাপদ সান্ধ্য-বাসরে জনকয়েক প্রবীণ রসালাপ করছিলেন। একজন বললেন—'আমার ভাই সুকুমার রায়ের 'ধর্মতলায় কর্মখালি'র পদ্যটার কথা মনে পড়ছে। এই চরম বেকার-সমস্যার মাঝে ভাগ্যান্বেষী যুবক-যুবতীরা কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখেই মনে হয় ধর্মতলায় এসেছিল। সুবচনীর ব্রতকথা ধর্মীয় অনুশাসনের মতো শুনেছে—কিন্তু পেট ভরেছে কি?' অপরজন বললেন—'ঠিক কথা। An empty stomach has no religion । খালি পেটে ধম্মো হয় না। খোদ বিবেকানন্দই বলেছেন।' তৃতীয় ব্যক্তি বললেন—'সুকুমার রায়ের ছড়ায় আর একটি ননসেন্স জাতীয় মজাদার কথা আছে—'হলদে-সবুজ ওরাং-ওটাং / ইঁট-পাটকেল চিৎ-পটাং'। সত্যজিৎ রায় পরশুরামের লেখা পরশ-পাথর গল্পের ওপর ফিল্ম বানাতে গিয়ে এই ছড়াটাকে চমৎকার ব্যবহার করেছেন।'

এখন চর্মচক্ষেই হলদে-সবুজ ওরাং-ওটাংদের দেখতে পাচ্ছি। ধর্মতলায় অতঃপর ব্রতকথার গন্ধ ভুরভুর করতে থাকে। এরপর রুটিনমাফিক নারী-লাঞ্ছনা, বর্ধমানের রাজ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর চোখে-মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার বীভৎসতা, অনশনরত যোগ্য শিক্ষকপদপ্রার্থীদের অবস্থান, সারদা-কাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে কেন্দ্রের মোদী সরকারের সঙ্গে আপোষ-আঁতাতের চেষ্টা অব্যাহত থাকছে। সর্বোপরি, উত্তরবঙ্গে জাপানি এনসেফেলাইটিসের আক্রমণ মহামারীর আকার ধারণ করলে ডেপুটি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মুখচন্দ্রিমায় কোনও বিকার নেই। আর যিনি পরাদস্তর স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সেই সর্বাধিনায়িকা কয়েকজনকে বদলি, সাসপেণ্ড করে দিয়েই পরিস্থিতির মোকাবেলা করছেন। প্রায় দু'শো জনের মতো মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সুবচনীর ব্রতকথা এখন শূন্যগর্ভ আশ্বাসে পর্যবসিত।

মুঝে উল্লু বানা বং ...

কাল হার্মাদ

তোলা আদায় এর চোটে ঠিকাদার খুন অন্ডালে

দিদি জনসভায় যতই চিল-চিৎকার করুন যে কেউ তোলা তুলবেন না, বা গোষ্ঠীবাজি, লবি করবেন না, বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলনই হচ্ছে না।

অতিসম্প্রতি জামুড়িয়া শ্যামসেল ও রানিগঞ্জ জে কে নগর কোলিয়ারির তোলাবাজি ও তৃণমূল নেতাদের নেতৃত্বে মারধোরের ঘটনায় একটি কোলিয়ারি বন্ধের উপক্রম হয়। তোলা না পেয়ে শনিবার অন্ডালের কোলিয়ারির এক তৃণমূল নেতা এক ঠিকাদারকে খুন করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। মৃত অসীম মুখার্জী আসানসোলের এস বি গড়াই রোডের বাসিন্দা। তার পেশা কোলিয়ারিতে সুইচবোর্ড সহ ছোটখাটো নানা ধরনের ইলেকট্রিক্যাল গুডস্ সাপ্লাই। শনিবার অসীম মুখার্জী গিয়েছিলেন অন্ডালের কাছে ই সি এলের সি এল জামবাদ কোলিয়ারিতে। সঙ্গে ছিল তাঁর সহকর্মী কার্তিক। কোলিয়ারি ঢোকার মুখে তাকে তার বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম ভালো নয় এই অজুহাতে মারধোর শুরু করে, দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেয় এবং তাতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কার্তিক ধীবরের কথায় বর্ষার সময় বর্ষাতি ও বিভিন্ন জিনিস উপঢৌকন চায় ফোরম্যান ও স্থানীয় তৃণমূলের শ্রমিক নেতা কেদার পাল। সেই নিয়েই বচসা এবং হামলা। তৃণমূলের শ্রমিকনেতা তথা শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বিষয়টি খোঁজ নিয়ে জানাতে বলেছেন। অন্যদিকে পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল সভাপতি নরেন চক্রবর্তী গোষ্ঠী অসীমের মৃত্যুর জন্য তার শারীরিক অসুস্থতার কথা প্রচার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মৃতের ভাই বাবা সহ আত্মীয়রা ৩৫ বছরের তরুণ অসীমের কোনো রোগ ছিল না বলেই জানিয়েছেন।

গত ১৮ জুলাই সাতগ্রাম এরিয়ার জে কে নগর কোলিয়ারিতে দেরিতে আসাকে কেন্দ্র করে খনির ম্যানেজারকে মারধোর করে স্থানীয় তৃণমূল শ্রমিক নেতা চুনুলাল মিত্র। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কয়েকদিন কোলিয়ারি বন্ধ রাখেন কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ। ঠিক তার আগেই শ্যামসেল কারখানায় তোলাবাজি, প্রাণনাশের হুমকি ও একটি খাস জমির দখলদারিতে দাদাগিরি করতে গিয়ে নাম জড়ায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা অলোক দাস ও চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপর বাধ্য হয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের দল থেকে সাসপেণ্ড করে।

কলেজে ভর্তির জন্য টাকা : কার্যত স্বীকার মুকুলের

গত জুলাই সংখ্যায় নতুন চিঠির পাতাতেই ছিল যে বর্ধমানের ঐতিহ্যবাহী রাজকলেজে অনার্সে ভর্তির জন্য মোটা টাকা দাবি করছে ছাত্র সংসদ তথা স্থানীয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতৃত্ব। গত শনিবার তৃণমূল সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক মুকুল রায় তাদের ছাত্র-সংগঠনের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন।

অনলাইন ভর্তি বন্ধ করে পার্থ চ্যাটার্জী পুরনো এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বধানে ভর্তির বিষয়টিতে জোর দেবার সময়ই বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ মহল এই ব্যবস্থায় ভর্তি নিয়ে রাজনীতি ও তোলাবাজির আশঙ্কা করেছিলেন।

—এরপর চারের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

এনসেফালাইটিস

ডা. গৌতম সাহা

এনসেফালাইটিস হল মস্তিষ্কের এক ধরনের অসুস্থতা। এনসেফালস মানে ব্রেন বা মস্তিষ্ক। এরই প্রদাহজনিত অসুখটির নামই এনসেফালাইটিস।

এই রোগের অনেক কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জীবাণু সংক্রমণ, বিশেষ করে ভাইরাসের আক্রমণ।

RNA ভাইরাস (মাম্পস্, হাম, রুবেলা)

DNA ভাইরাস (হারপিস সিমপ্লেক্স)

মশা ও কীটবাহিত ভাইরাস (জাপানিস বি)

HIV, র‍্যাবিস (জলাতঙ্কের ভাইরাস), ডেঙ্গু-ভাইরাস [ব্যাকটেরিয়া—টিউবারকিউলাস মেনিঙ্গো এনসেফালাইটিস]

উপরোক্ত জীবাণু-সংক্রমণ জনিত এনসেফালাইটিসের মধ্যে বর্তমানে যে অসুখটি আলোচনার শীর্ষে সেটি হল জাপানিস এনসেফালাইটিস।

১৯৩৫ সালে জাপানে প্রথম এই ধরনের ভাইরাস ঘটিত রোগের কথা জানা যায়, তাই এরকম নামকরণ। যদিও এখন জাপান সহ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এমনকী আমেরিকাতেও এই রোগের ঘটনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জাপানিস বি ভাইরাস একটি গ্রুপ-ডি আরবো ভাইরাস প্রজাতিক সদস্য। অনেকটা ডেঙ্গু ভাইরাসের মতো। এরা একই গোত্রের জীবাণু। তাই একবার কারও ডেঙ্গু বা জাপানিস এনসেফালাইটিস হয়ে গেলে তার মধ্যে যে অ্যান্টিবডি বা ইমিউনিটি তৈরি হয় সেটা অন্যটির আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম— যদি না এদের মধ্যে কোনো জীন ঘটিত পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটে গিয়ে থাকে।

এই ভাইরাসটির বাহক হচ্ছে মশা। মশাবাহিত এই মারাত্মক রোগটি ছড়ায় **কিউলেক্স বিষ্ণুআই** গোত্রের মূলত **কিউলেক্স ট্রাইটানিওরিনকা মশা**। এই ধরনের মশারা আক্রন্ত প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে জীবাণুটি বহন করে নিয়ে যায়। তাই এদেরকে ভেক্টর বলা হয়। যে প্রাণীগুলোর মধ্যে জীবাণুটি বাসা বাঁধে তারা হল হোস্ট।

জাপানিস বি ভাইরাসের প্রিয় বা পছন্দের প্রাণীরা— ১। সারস, বক — এইসব পরিযায়ী পাখি, ২। শূকর সহ গবাদি পশু। তবে শুয়োরের দেহে এদের বাসস্থান বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাই শুয়োরের খাটালের আশেপাশের বস্তি, অনুন্নত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এনসেফালাইটিসের প্রাদুর্ভাব বেশি ঘটে।

ধানক্ষেতের জমা জলে, খোলা জায়গার নোংরা জলে কিউলেক্স বিষ্ণুআই মশা প্রচুর পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি করে। তাই ধান ক্ষেত, বর্ষাকাল, সারস বকের উপস্থিতি, শূয়োরের খোয়াড় এবং জনবসতি—এতগুলি শর্ত বা ফ্যাক্টর-এর সহাবস্থান ঘটলে তবেই এনসেফালাইটিসের মতো প্রাণ-সংশয়কারী অসুখটির মহামারীর আকার ধারণ করার প্রভূত সম্ভাবনা। তবে এর ব্যতিক্রম ঘটে থাকে কখনও কখনও। যদিও তা বিক্ষিপ্ত। যেমন, এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে কিউলেক্স মশার দ্বারা বাহিত হয়ে রোগটি ছড়িয়ে পড়ার মতো ঘটনা। সেজন্য হাসপাতালের কাছাকাছি শুয়োরের আস্তানা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের এত উদ্বেগ।

▸ রোগের লক্ষণ :

১। ধুম জ্বর — তাপমাত্রা ১০০° ফারেনহাইট থেকে ১০৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে।

২। মাথায় যন্ত্রণা

৩। বমি

৪। খিঁচুনি

৫। ভুলবকা

৬। ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া (মেনিনজিজম)

৭। কথা বুঝতে না পারা

৮। আচ্ছন্নভাব, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, মুখ থেকে গ্যাঁজলা বের হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ।

অনেক সময় রোগী কোমায়ও চলে যান।

৯। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এলেও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগী বাকি জীবনটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেলেন। (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাচ্চারাই আক্রান্ত হয়। তবে সময়মতো সুচিকিৎসা হলে মৃত্যু এড়ানো সম্ভব।)

▸ রোগ নির্ণয়ের কিছু পরীক্ষা বা টেস্ট :

১। সি টি স্ক্যান (মস্তিষ্কের)

২। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে জীবাণুমুক্ত সূঁচ দ্বারা সংগৃহীত স্নায়ুরস (সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়িড বা সি এস এফ)-এর ভাইরোলজিক্যাল সহ অন্যান্য টেস্ট।

৩। ই ই জি (ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম)

▸ চিকিৎসা — মূলত উপসর্গভিত্তিক :

১। খিঁচুনির জন্য অ্যান্টিকনভালস্যান্ট

২। মস্তিষ্কের ভেতরকার জলীয়ভাব দূর করার জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় স্টেরয়েড ইনজেক্শন

৩। হারপিস সিমপ্লেক্স এনসেফালাইটিসের জন্য নির্দিষ্ট ওষুধ —অ্যাসাইক্লোভির।

▸ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ :

বিশ্বব্যাপী এই রোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন দেশের স্বাস্থ্যদপ্তর ও সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে—১। এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন ও সাবধান করা, ২। কোথায় কোথায় জাপানিস এনসেফালাইটিস বছরের পর বছর হয়ে চলেছে তা চিহ্নিত করা এবং গণটিকাকরণের (mass immunisation) ব্যবস্থা করা।৩। রোগের উৎস ও কারণ সমূলে বিনষ্ট করা। ৪। মশারি টানিয়ে ঘুমোতে পরামর্শ দেওয়া, জনবসতির নিকটবর্তী শুয়োর সহ গবাদি পশুর খাটাল সরিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্বাস্থ্যনীতি মেনে পশু পালন, রোগের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

এনসেফালাইটিস নিয়ে দু-চার কথা

অশ্বিনীকুমার

এনসেফালাইটিস এখন খবরের শিরোনাম। আমাদের রাজ্যের উত্তরবঙ্গ এখন এনসেফালাইটিসের কবলে। বহু শিশুর মৃত্যু হয়েছে এই রোগে অল্প কিছু দিনের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

এশিয়া মহাদেশের প্রায় প্রতিটি দেশেই এই রোগ দেখা যায়। জাপানিজ এনসেফালাইটিস এই উপমহাদেশে বাসা বেঁধেছে বহু বছর ধরে। তবে সফল টিকাকরণের মাধ্যমে জাপানে এই রোগ প্রায় নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দেশ, পাশের দেশ বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, উত্তর থাইল্যান্ড, এই সব অঞ্চলে রোগের প্রকোপ বেশি। মূলত বর্ষাকালে এই রোগ ছড়ায়। রোগ ছড়ায় কিউলেক্স মশার মাধ্যমে। পশ্চিমি দুনিয়ায় এই রোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ জাপানিজ এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত হয়; মারা যায় প্রায় দশ হাজার মানুষ। আর প্রায় পনেরো হাজার মানুষ নানা ধরনের পঙ্গুত্বের শিকারে পরিণত হয়। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে প্রায় শতকরা পঁচাশিজনের বয়স পনেরো বছরের কম। এ জন্যই আমরা প্রায় প্রতিদিন শিশুমৃত্যুর খবর পাচ্ছি। মোট রোগীর প্রায় শতকরা দশ ভাগের বয়স ষাটের বেশি।

অনুসন্ধানের মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে আমাদের দেশে প্রথম এই রোগ ধরা পড়ে। তামিলনাড়ুতে রক্তের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় এই রোগের আমাদের দেশে উপস্থিতি। প্রায় চোদ্দটি রাজ্যে এই রোগ সবচেয়ে বেশি হতে দেখা যায়। তার মধ্যে আমাদের রাজ্য একটি। এছাড়া আসাম, বিহার, গোয়া, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, কর্ণাটক ইত্যাদি রাজ্যে প্রতি বছর বহু মানুষ আক্রান্ত হয়। এই রোগের ভাইরাসের জীবনচক্রে নানা পশু, পাখি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন শুয়োর এই রোগের ভাইরাস বহনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া গরু, মহিষ ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ ছড়ানো সম্ভব। এই সমস্ত প্রাণীর শরীরে ভাইরাস ঢুকলেও তারা রোগের চিহ্ন বহন করে না। একমাত্র ঘোড়া এনসেফেলাইটিসের রোগের চিহ্নগুলি প্রকাশ করতে পারে। বহু জায়গায় প্রায় শতকরা একশো ভাগ শুয়োরের শরীরে এই ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে শুয়োরের শরীর থেকে ভাইরাস মশায় ঢোকে। ওই মশা আরেকটি শুয়োরকে হুল ফোটানোর পর দ্বিতীয় শুয়োরটি ভাইরাস বহন করতে শুরু করে। এই মশা সচরাচর মানুষকে কামড়ায় না। মানুষ ও শুয়োর কাছাকাছি থাকলে এই মশা মানুষকে কামড়াতে পারে। ফলে মানুষের শরীরে ভাইরাস ঢোকে ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর রোগী রোগের লক্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয়। এই রোগের বাহক মশা ধানের জমি, পুকুর, খানা-খন্দে সহজেই বংশবিস্তার করে।

ভাইরাসটি মানুষের শরীরে মশার কামড়ের মাধ্যমে ঢোকার পর প্রায় এক থেকে দুই সপ্তাহ সময় নেয় রোগের লক্ষণ প্রকাশের জন্য। রোগের প্রথম দশায় রোগটিকে চেনা কঠিন। জ্বর, মাথাব্যথা, পেটের কিছু সমস্যা, গাব্যাথা ইত্যাদি নানাভাবে রোগী প্রথমে রোগের প্রকাশ ঘটায়। সচরাচর পাঁচ-ছয় দিন এভাবে সুনির্দিষ্ট চিহ্ন ছাড়াই রোগ উপস্থাপিত হতে পারে। এরপর রোগের সুনির্দিষ্ট চিহ্নগুলি প্রকাশিত হয়। যেমন, জ্বর বাড়তে থাকে, খিঁচুনি শুরু হতে পারে, কথা বলতে অসুবিধা হয়, হাত-পা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে পারে, হাতে-পায়ে কাঁপুনি হতে পারে। রোগী অজ্ঞান হয়ে থকতে পারে কিছুদিন। এইসব চিহ্ন দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। হাসপাতালে অচেতন রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই অবস্থায় রোগীর মৃত্যুহার খুবই বেশি। প্রায় শতকরা কুড়ি থেকে চল্লিশজন এই অবস্থায় মারা যায়। রোগের চিহ্ন প্রকাশের নয় দশ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। যদি চেতনা ফিরে আসে, রোগী সেক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। স্নায়বিক দুর্বলতাগুলি ধীরে ধীরে চলে যায়। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে নানা ধরনের পঙ্গুত্ব স্থায়ী আকার ধারণ করে।

এই রোগের হাত থেকে বাঁচার যে সমস্ত উপায় আছে, তার মধ্যে টিকাকরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের টিকাকরণ কর্মসূচিতে যে টিকাটি ব্যবহার করা হয়, তা সরকারি নির্দেশে পরিচালিত হয়। আমাদের দেশের তিরিশটি রোগপ্রবণ জেলায় এই টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। দুটি টিকা একবছরের তফাতে দেওয়া সাধারণ নিয়ম। এনসেফেলাইটিসের টিকা তিন ধরনের। অন্য দুই ধরনের টিকা আমাদের দেশে সচারচর ব্যবহৃত হয় না। সরকারি নির্দেশে প্রদত্ত টিকাটি ব্যবহার করাই স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই টিকা সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল এক সময়ে। ফলে এই টিকা সম্বন্ধে এক ধরনের ভয় কাজ করত মানুষের মনে। তবে বর্তমানে সে ধারণা ধীরে ধীরে প্রশমিত হচ্ছে।

শুয়োরের টিকাকরণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের পাশাপাশি শুয়োরের জন্যও টিকা পাওয়া যায়। জেলায় পশু স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এ বিষয়ে বিষদে জানা সম্ভব। তবে শহরে টিকাকরণ কর্মসূচি অত্যন্ত কঠিন কাজ। জনমানসে সার্বিক পশুর টিকাকরণের বিষয়টি এখনও তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। পশুর কারবারি যারা তাদের অভ্যস্ত জীবনে এই বিষয়টি এখনও গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় হিসাবে উঠে আসেনি। সচেতনতা বাড়ানোর এই বিষয়টি সরকারের নজরেও তেমনভাবে আছে বলে মনে হয় না। সাধারণভাবে পশুচিকিৎসার বিষয়টি আমাদের দেশে যথেষ্ট অবহেলিত।

এর পাশাপাশি মশারি ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। বহু মানুষ মশারি ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। রোগের বিস্তারের বিষয়টি তাদের চেনাজানা জগতের বাইরে। ফলে রোগ কীভাবে ছড়ায় সে বিষয়ে তারা সচেতন নয়। শুয়োর, গরু, মহিষের কাছে থেকেও মশারি ব্যবহার করাটা তাদের কাছে বাড়তি বিষয় বলে মনে হয়। ফলে এরা রোগাক্রান্ত হয় সহজে।

এখানে জীবনযাপন প্রণালীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছন্নতাবোধের অভাব, রোগ সম্পর্কে ভুল ধারণা, ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার মানসিকতা এই রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। শুয়োর, গরু, মহিষের থাকার জায়গা থেকে দূরে থাকলে, মশারি ব্যবহার করলে, মশা তাড়ানোর ওষুধ ব্যবহারের ব্যবস্থা করলে রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ম্যালথিয়ন, ফেনিট্রোথিয়ন জাতীয় ওষুধ রোগের উৎসস্থল ও তার আশেপাশে দুই তিন কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত লোকালয় ও পশুর বাসস্থানে স্প্রে করলে মশার হাত থেকে বাঁচা সম্ভব। সরকারি স্তরে এই ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণবঙ্গে যেসব জায়গায় রোগ অতীতে হয়েছে, সেসব জায়গায় ও তার আশেপাশে বেশ কিছু অঞ্চলে রোগ হওয়ার আগে এই সমস্ত স্প্রে ব্যবহার করলে রোগের হাত থেকে হয়তো মুক্তি পাওয়া যেত। রোগ হওয়ার আগে ব্যবস্থা গ্রহণই দায়িত্বপূর্ণ সরকারের কাজ। যে কাজ করা হয়নি তার খেসারত দিচ্ছে বহু শিশুকে তাদের জীবন দিয়ে। বহু বাবা-মা সরকারকে কিছু বলার আগে দোষ দিচ্ছে নিজেদের ভাগ্যকে। এভাবে মানুষ যতদিন ভাগ্যকে দুষবে, সরকার ততদিন নিরাপদ। মৃত শিশুর জন্য শোকপ্রকাশ করে বাবা-মাকে সান্ত্বনা দিয়ে সরকারি কর্তাব্যক্তিদের দায়-দায়িত্বের অবসান হচ্ছে সহজে। মানুষ ফাঁকিটা ধরতে পারলে বিষয়টা এত সহজে মেটানো সম্ভব না-ও হতে পারে।

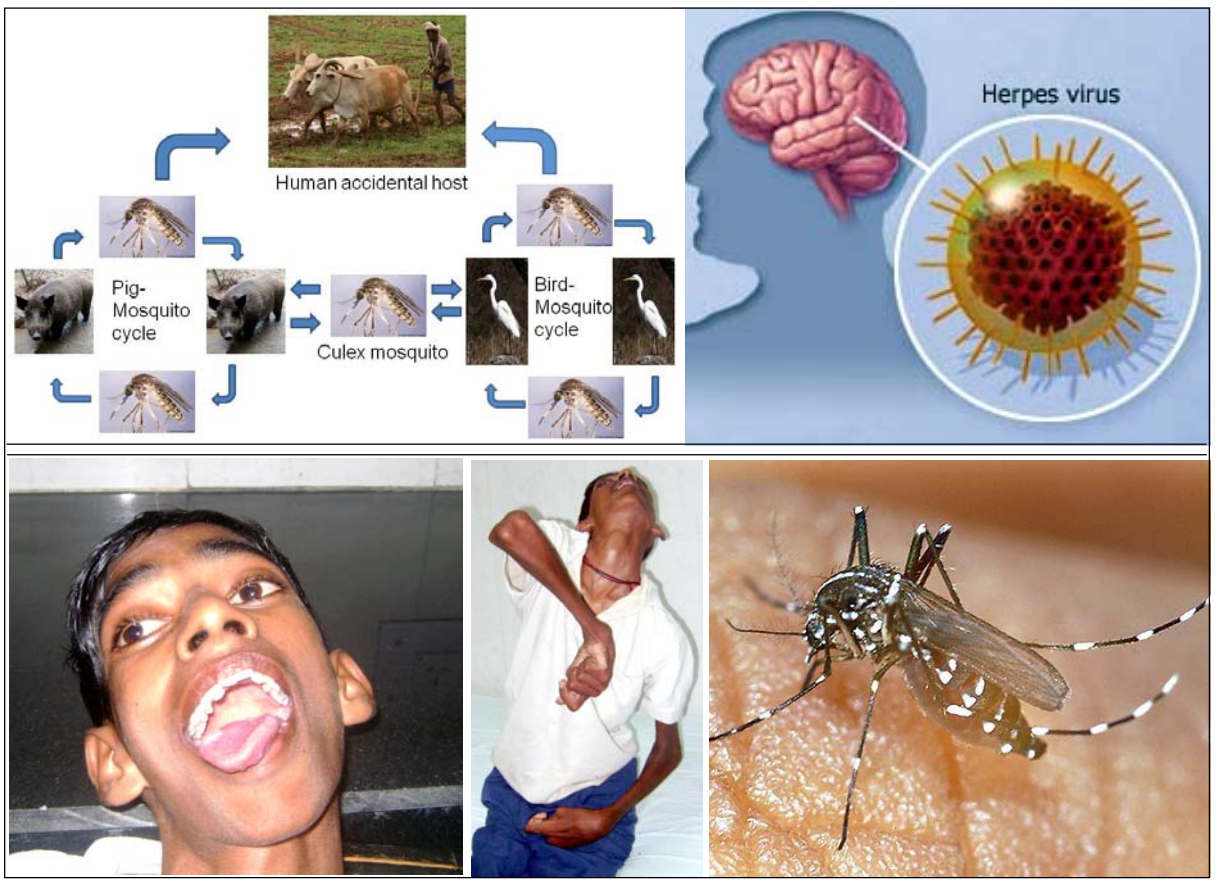

এনসেফেলাইটিস নিয়ে কালনা হাসপাতালে এলে চিকিৎসার পরিবর্তে মিলবে রেফার হওয়ার শংসাপত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ জুলাই : এনসেফেলাইটিস ছড়াচ্ছে দক্ষিণবঙ্গেও। কিন্তু এই রোগ নিয়ে কেউ কালনা মহকুমা হাসপাতালে এলে তাঁর চিকিৎসা মিলবে না। পরিবর্তে মিলবে ৬০-৭০ কিমি দূরে অবস্থিত কোনো হাসপাতালে রেফার হওয়ার শংসাপত্র। এটাই দস্তুর। কারণ বর্তমানে এই হাসপাতালে ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবাটুকুও মিলছে না। তার পরিবর্তে মিলছে রেফারের শংসাপত্র। তাই একসময়ের রেকর্ড চিকিৎসা প্রদানকারী কালনা হাসপাতাল পরিবর্তনের তিন বছরে স-গৌরবে অর্জন করেছে রেফার হাসপাতালের তকমা।

বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখানে ছিলো বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগের চিকিৎসা ব্যবস্থা। সার্জেনদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে চলতো অস্ত্রোপচার। এক্সরে প্যাথলজির সমস্ত পরিষেবা মিলতো এই হাসপাতালেই। পৃথক পৃথক ভাবে ছিলো সার্জিক্যাল, মেডিকেল, গাইনো ওয়ার্ড। পূর্বের বিরাট সার্জিক্যাল ওয়ার্ডটি বন্ধ করে দিয়ে এই বিভাগকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে মেডিক্যাল বিভাগে। এই হাসপাতালে চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সেই সামান্য শুটিকয়েক বেডও পড়ে থাকে। বহির্বিভাগের চিকিৎসাও তথৈবচ। কবে কোন ডাক্তার বসবে তার একটা নাম-তালিকা সাইনবোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রায়ই বহির্বিভাগ বন্ধ থাকে। বহির্বিভাগের বসার জায়গাগুলোতে কুকুর নিদ্রা যায়। কুকুরের পাশেই বসে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করেন বাচ্চা কোলে প্রসূতিরা। এক্সরে, প্যাথলজি, ই সি জি বিভাগে কোনো কাজই হয়না। নাচারে পড়ে থাকা হাসপাতালের দু-একজন রুগিও বিভিন্ন দালালদের উৎপাতে সুস্থ থাকতে পারেন না। হয় তাকে আড়কাটির মাধ্যমে স্থানীয় কোনো নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়, নতুবা এক্সরে, প্যাথলজি, ই সি জির মতো পরিষেবাগুলি তাদের মাধ্যমে পয়সা দিয়ে বাইরে থেকে কিনতে হয়। কালনা মহকুমা হাসপাতালের বর্তমান সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই দিনে তিনবার প্রাকটিস সামলে হাসপাতালকে দয়া দান করতে আসেন, তাই এখনও কালনা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রেফার লেখার জন্য ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কিছু মানুষের দাবি, উনি দয়ার দান না করলে সেটাও অমিল হয়ে যেত।

পুনর্গঠিত হল বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ আগস্ট : বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হলেন শরদিন্দু ঘোষ। সভাপতি নির্বাচিত হন প্রবীণ সাংবাদিক প্রবীর চট্টোপাধ্যায়। ৩ আগস্ট ভাতাড় মাধব পাবলিক হাই স্কুলে সাধারণ সভাতে ২৬ জনের কার্যকরী কমিটি গঠন হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভার শেষে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। ভাতাড় এ্যাথলেটিক ক্লাবের সহযোগিতায় ভাতাড় একাদশের সাথে সাংবাদিক একাদশের খেলা হয়। খেলার এবং সবুজায়নের প্রকল্পের সূচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক বনমালী হাজরা এবং সভাধিপতি দেবু টুডু। বিজয়ী দল ভাতাড় একাদশ এবং বিজিত দল প্রেস ক্লাবের হাতে ট্রফি তুলে দেন ফরেস্ট অফিসার জয়ন্ত ধারা।

মুঝে উল্লু বানা বং ..

—দ্বিতীয় পাতার পর

নদীয়া বি এড কলেজে টাকা নিয়ে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। তার জন্য তৃণমূল ছাত্রনেতা তন্ময় সাসপেণ্ডও হয়েছে। শনিবার ছাত্রনেতাদের সাথে একান্ত বৈঠকে মুকুল রায় বলেন, কেন শুনতে হবে ভাল নম্বর থাকার পরও ১০-১৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করছে টি এম সি পি? মুকুলবাবু জানিয়েছেনে শিক্ষায় কী কী নতুন পাঠক্রম আনা যায় বা ছাত্র-ছাত্রীরা কীসে উপকৃত হয় সেসব কোনো সুপারিশ বা আন্দোলন নেই। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রনেতা শঙ্কুদেব পাণ্ডাদের দাপাদাপি যে বেশি দিন সহ্য কার যায় না তাই ঠারে ঠারে বোঝাতে চেয়েছেন মুকুল রায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা।

উন্নয়ন শুধু মুখেই বাজেট ঘাটতি বেড়েই যাচ্ছে

গত কয়েকদিন আগে বাঁকুড়ায় এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী রীতি অনুযায়ী একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। এবং বলেছেন গত তিন বছরে সব থেকে তরতর করে উন্নয়নের শিখরে উঠছে তাঁর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তৃতীয় বছর (২০১৩-২০১৪) আর্থিক বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়েছিলেন রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ৩৪৮৮ টাকার মধ্যে বেঁধে রাখা যাবে। কিন্তু বাজেট ঘাটতি প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৪৭০ কোটি টাকায়। দিন কয়েক আগে প্রিন্সিপ্যাল এ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল (পি এ জি) রিপোর্টে এই তথ্য জানিয়েছে। গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ এমনকি পাশের রাজ্য বিহারেও উদ্বৃত্ত রাজস্ব নিয়ে সরকার অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম বলে ঘাটতি কমাতে জোর দিতে হয় খরচ কমানোর দিকে, অন্য দিকে জোর দিতে হয় আয় বাড়ানোর দিকে। শিল্পহীন রাজ্যে আয় যেমন বাড়েনি, অন্যদিকে মেলা-খেলা ও শিল্পী অভিনেতাদের অনুগ্রহ বিতরণে চলে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

শিল্প কমতে থাকায় ভ্যাট আদায়ের পরিমাণও কমেছে। তোলাবাজি দিয়ে হয়তো দল চালানো যাবে। কিন্তু রাজ্য চালাতে গেলে অন্য কিছু লাগে।

সর্বসম্মতিতে গৃহীত হল রানিগঞ্জ পুরসভার বাজেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৩১ জুলাই : রানিগঞ্জ পুরসভার মিটিং হলে বোর্ড অফ কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে ২০১৪-১৫ সালের বাজেট সর্বসম্মতিতে অনুমোদিত হলো। ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষে পুরসভার ২২টি ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪১৬ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এর জন্যে আই ডি এস এম টি স্কিমে ৯৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে পুরসভা বি এস ইউ পি প্রকল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পুর অঞ্চলকে জঞ্জালমুক্ত ও এনসেফেলাইটিস, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া মুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানান পুরপ্রধান অনুপ মিত্র।

ভালকি গ্রামে ..

—প্রথম পাতার পর

পুলিশের কোনো টহলদারি নেই। এমনিতে গ্রামটি ছড়ানো ছিটানো, ১০-১২ ঘরের বাস। বিদ্যুৎ নেই। অন্ধকার নামলেই আতঙ্কে দিন কাটান এই পরিবারগুলি। এমনিতেই পরিবারটি গরিব। চাষাবাদ করেই জীবনযাপন করেন। মেয়েটি একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনা করে মানকর হাইস্কুলে। এখন স্কুলও যেতে পারছে না ছাত্রীটি। গোটা পরিবারই রয়েছে আতঙ্কে। এদিন ভারতী মুৎসুদ্দি জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেন, যাতে মেয়েটিকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে গিয়ে মেডিকেল পরীক্ষা করানো হয়।

২৯ জুলাই সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির একটি প্রতিনিধিদল আক্রান্তদের কাছে গিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, সাধনা মল্লিক, জেলা সম্পাদিকা মণিমালা দাস প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। তাঁরা ঐ পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং ছাত্রীটিকে হোস্টেলে রেখে পড়াশোনা করানোর উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

এখন পর্যন্ত প্রশাসন থেকে তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

ভাতারের সুনীতি পেপার মিল কি রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে?

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ আগস্ট : জামুরিয়ার ছায়া এবার ভাতাড় সুনীতি পেপার মিলে। শিল্প আনতে মুখ্যমন্ত্রী যখন বিদেশে সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ তথা বর্ধমান জেলাতে তাঁরই দলের দামাল ছেলেদের 'ছোট্ট ঘটনা'য় বন্ধ হতে বসেছে একের পর এক কারখানা। কাজ হারাচ্ছে শ্রমিক। চাপ পড়েছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে।

বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চলে জামুরিয়ার শ্যাম সেল, জে কে নগরের ই সি এল, জামুরিয়ার সত্যম স্মেলটার লিমিটেড একের পর এক তৃণমূলের হুমকি, মারধোর, তোলাবাজিতে বন্ধ হওয়ার পর এবার ভাতাড়ে সুনীতি পেপার মিলের ম্যানেজার হাসপাতালে।

ঘটনার সূত্রপাত ৩০ জুলাই। পেপার মিলের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের গোষ্ঠীবাজির শিকার হন ম্যানেজার। এম এল এ বনমালী হাজরার বিরোধী গোষ্ঠী বলে খ্যাত ছ'জন শ্রমিক ম্যানেজারকে বেধরক মারধোর করে। আহত হলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপরই মালিক ৬ জনের বিরুদ্ধে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। মালিকপক্ষ ভাতাড় থানায় অভিযুক্ত নীলকণ্ঠ ঘোষ, কাজল আচার্য, শেখ শাহজাহান সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে এফ আই আর করে। এরা সকলেই এলাকায় মানগোবিন্দ রায়ের অনুগামী বলেই পরিচিত। পুলিশ এখনও অভিযুক্তদের ধরতে পারেনি। পুলিশ জামিনযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করায় ছয়জনই জামিন নিয়েছে।

৩১ জুলাই মহকুমা শাসকের ঘরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং কারখানা যে কোনো মূল্যে চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এইসময় কার্যত ভেঙে পড়েন মালিক লক্ষ্মীকান্ত আগরওয়াল। তিনি সাংবাদিকদের কাছে জানান— প্রশাসনকে বলেছি কারখানা আপনারা নিয়ে নিন। আমার বাজারে আট কোটি টাকা দেনা। মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুর না গিয়ে যে শিল্প আছে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন। দু'বছর ধরে ডানকুনিতে ১৪ বিঘা জমি কিনেছি। তৃণমূলের অত্যাচারে কিছুই করতে পারছি না। তিনি এও জানান—এম এল এ সাহেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ দুই গোষ্ঠীর লড়াই। এই আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কারখানা চালাতে পারবো না।

১ আগস্টও কারখানার চিমনির ধোঁয়া ওড়েনি। প্রশাসনের কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও ৬ জনের বিরুদ্ধে সাসপেনশন না তুললে কাজে যোগ দেবে না বলে জানায় শ্রমিকরা। শ্রমিকনেতা আকাই মালিক জানান— আগামীকাল থেকে কারখানা চালু হবে। আমরাই তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আছি।

শিল্পাঞ্চলের পর গ্রামীণ এলাকায় ভাতাড় থানায় ২০০২ সালে সুনীতি পেপার মিল তৈরি হয়। এখন স্থায়ী, অস্থায়ী মিলে ১৫০ জন শ্রমিক আছে। উৎপাদনের সঙ্গে আছে অর্ধেক স্থায়ী শ্রমিক। পালা পরিবর্তনের পর শাসক দলের গোষ্ঠীবাজিতে কারখানাতে অশান্তি তৈরি হয়। দলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কারখানায় এসে পড়ে। শেষমেশ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্মীকান্ত আগরওয়াল জানান— শ্রমিক অসন্তোষের জেরে কারখানার অনেক কাঁচামাল নষ্ট হয়ে যায়। ভিনরাজ্যে আমার কোনো শ্রমিক অসন্তোষ নেই। এখানে আমি এখনও কারখানা বন্ধের নোটিশ দিইনি। তবে এবার বন্ধ করতে বাধ্য হবো।

এম এল এ বনমালী হাজরার বিরোধীগোষ্ঠীর মানগোবিন্দ অধিকারী জানান দলের নেত্রীর কাছে আমাকে শিল্পবিরোধী তকমা লাগাবার চেষ্টা চলছে। আমাকে দলের কাছে হেয় করার চেষ্টা চলছে।

সুনীতি পেপার মিল কি রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে? তা বলবে সময়।

By Courtsy
S. K. Banerjee
Burdwan

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৮৪৭ সালের ২৬ জুলাই, আমেরিকার শাসনমুক্ত হয়ে, রাজধানী মোনরোভিয়া; ২। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম ১৮৪৪ সালের ২৬ জুলাই, মৃত্যু ১৯১৮ সালের ২ ডিসেম্বর; ৩। এশিয়া মহাদেশের ভারত মহাসাগরে, ১৯৬০ সালের ২৬ জুলাই, ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়ে, রাজধানী-মালে; ৪। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির দণ্ডাদেশকারী বিচারপতি আর, আর গার্লিককে আদালতে হত্যা করেন এবং তারপরই পুলিশের গুলিতে শহিদ হন, জন্ম ২২-৮-১৯০৯; ৫। দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরে, ১৮২১ সালের ২৮ জুলাই, স্পেনের শাসন মুক্ত হয়ে, রাজধানী লিমা; ৬। ১৯৭৯ সালের ২৮ জুলাই, ১৪ জানুয়ারি ১৯৮০ পর্যন্ত; ৭। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি তথা বামপন্থীনেতা, জন্ম ভেনেজুয়েলার সাবা নেতা গ্রামে ১৯৫৪ সালের ২৮ জুলাই, মৃত্যু ৫-৩-২০১৩; ৮। ১৭৮৬ সালের ২৯ জুলাই; ৯। ১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই, রাত্রি ২.১৮ মিনিটে, জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০; ১০। ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাই, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, ডা. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. নীলরতন সরকার প্রমুখ; ১১। কর্ণাটক রাজ্য, ১৯৭৩ সালের ৩০ জুলাই; ১২। ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট, 'ভাইসরয়' পদের সৃষ্টি হয়, ১ নভেম্বর ১৮৫৮।

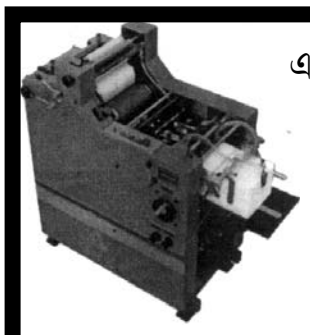
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
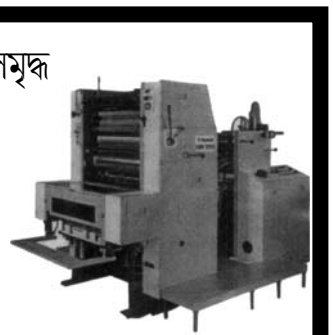
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা